সংক্ষেপে তামাত্তু' হজ্জের পদ্ধতি

(কুরবানীর চাঁদ উঠে গেলে এবং পৃথক কুরবানী করার নিয়ত না থাকলে) সর্বপ্রথম মীকাতে গিয়ে মুসলিম নিজ বগল এবং গুপ্তাঙ্গের লোম (বড় থাকলে) পরিষ্কার করবে। নখ বা মোছ লম্বা থাকলে তা কেটে নিয়ে গোসল করবে। অতঃপর ইহরামের কাপড় পরে গাড়িতে বসে 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান' বলে উমরার ইহরাম বাঁধবে। মহিলা নিজ কাপড়েই ইহরাম বাঁধবে। ইহরামের কোন নামায নেই। অতঃপর মীকাত থেকে মক্কা পর্যন্ত তালবিয়্যাহ পড়তে থাকবে।

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

উচ্চারণঃ- লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা অন্‌নি'মাতা লাকা অলমুল্‌ক, লা শারীকা লাক।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি (উমরার নিয়তে) হাজির। আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হাজির, তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার নিকট হাজির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সম্পদ ও রাজত্ব তোমার জন্য, তোমার কোন অংশী নেই।

মক্কায় কা'বায় গিয়ে সর্বপ্রথমে হাজারে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে পাথর চুম্বন করতে না পারলে তার প্রতি ডান হাত দ্বারা ইশারা ক'রে তাওয়াফ আরম্ভ করবে। তাওয়াফে কোন নির্দিষ্ট দুআ দরূদ নেই। নিজ খুশীমত দুআ ও যিক্‌র পড়বে। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে এই দুআটি পড়বে,

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ- রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আযা-বান্নার।

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

এইভাবে সাত চক্কর লাগাবে। তবে জানা দরকার যে, প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছে ডান হাত দ্বারা ইশারা ক'রে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে।

সাত চক্কর শেষ হলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে না পারলে হারামের যে কোন জায়গায় ২ রাকআত নামায আদায় করবে। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে রওনা হবে। সেখানে গিয়ে কাবার দিকে সম্মুখ ক'রে বলবে,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

অর্থ- নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা বাকারাহ ১৫৮ আয়াত)*

এর পরে আর অন্য সময় এই আয়াতখন্ড পুনরায় পড়বে না। অতঃপর সাফায় চড়ে কেবলামুখ করবে এবং দুই হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। তারপর এই যিক্‌র পাঠ করবে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

উচ্চারণঃ- " লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহ, আনজাযা অ'দাহ, অ নাসারা আবদাহ, অহাযামাল আহযা-বা অহ্‌দাহ।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। আল্লাহু ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তিনি নিজের অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই দলসমূহকে পরাস্ত করেছেন।

এগুলি তিনবার পাঠ করবে।

তারপর যিক্‌র পড়তে পড়তে মারওয়ার দিকে রওনা হবে। দুই সবুজ নিশানার মাঝে পুরুষ মানুষ ছুটবে। মারওয়া পাহাড়ের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে কা'বাকে সামনে রেখে কিছুক্ষণ হাত তুলে সাফার মতো দুআ করবে। তবে জেনে রাখা দরকার যে, সাফা থেকে মারওয়া গেলে ১ চক্কর পূর্ণ হয় এবং মারওয়া থেকে সাফা আর ১ চক্কর। এই ভাবে সাত চক্কর লাগাবে।

অতঃপর পূর্ণ মাথা থেকে চুল ছোট করতে হবে। মহিলা চুলের ডগা থেকে আঙ্গুলের শেষ গিরা পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে। এখান হতে উমরাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ইহরামের কাপড় খুলে সাধারণ কাপড় পরবে।

৮ তারীখের কর্তব্য

জিলহজ্জ মাসের ৮ তারীখের ফজরের নামায পড়ে হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি মক্কায় যেখানে থাক না কেন সেখানে হতেই গোসল ক'রে পুনরায় ইহরামের কাপড় পরিধান ক'রে (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান) বলে ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর বেশী বেশী তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মিনার দিকে রওনা হবে। সেখানে গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায (জামাআতসহ) যথা সময়ে আদায় করবে। তবে চার রাকআতবিশিষ্ট (যোহর, আসর, এশা) নামাযগুলি কসর (দুই রাকআত) ক'রে পড়বে। ফজরের সুন্নত এবং বিত্‌র ছাড়া অন্য কোন সুন্নত নামায আদায় করতে হবে না। এখানে বিভিন্ন দুআ ও যিক্‌র পড়বে।

৯ তারীখের করণীয়

মিনাতে ফজরের নামায আদায় করার পর যখন সূর্য উদয় হবে, তখন বেশী বেশী তালবিয়্যাহ ও তকবীর পড়তে পড়তে আরাফাতের দিকে রওনা দিবে। সম্ভব হলে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদে নামেরাতে অবস্থান করবে। এমন করা সুন্নত।

দুপুরে মসজিদে নামেরাতে খুৎবা শ্রবণ করার পর যোহর-আসরের নামায এক আযানে ও দুই তকবীরে (এক জামাআতে) কসর ক'রে ইমামের সাথে আদায় করবে। তারপর আরাফাতের ময়দানে প্রবেশ করবে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, অবস্থান আরাফাতের সীমানার মধ্যেই হতে হবে। এখানে বেশী বেশী ক'রে এই দুআ পড়বে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্ব শক্তিমান।

সম্ভব হলে জাবালে আরাফাত পাহাড়ের নিকট যাবে। সেখানে পাহাড় ও কাবাকে সামনে রেখে বিনয়-নম্রতার সাথে ইচ্ছামত দুআ ও মুনাজাত করবে। (পাহাড়ে চড়া বিধেয় নয়।)

তারপর সূর্যাস্ত হলে আরাফাত হতে ধীরে-সুস্থে মুযদালেফার দিকে রওনা দেবে। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা (কসর ক'রে) উভয় নামায এক সঙ্গে আদায় করবে। তারপর মুযদালিফাতেই যে কোন স্থানে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটাবে।

১০ তারীখের করণীয়

মুযদালিফাতে ফজরের নামায আদায় করার পর যতক্ষণ না আকাশ একটু উজ্জ্বল হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিনয়-নম্রতার সাথে আল্লাহর প্রশংসা ও তকবীর এবং তসবীহ পড়তে থাকবে।

অতঃপর সূর্য উদয়ের পূর্বেই স্থিরচিত্তে তালবিয়াহ পড়তে পড়তে মিনার দিকে রওনা দেবে। মুযদালিফার রাস্তায় অথবা মিনার যে কোন জায়গা থেকে (ছোলা থেকে একটু বড় সাইজের) সাতটি কাঁকর বা পাথর সংগ্রহ ক'রে নেবে এবং বড় জামরাতুল আক্বাবায় গিয়ে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কাঁকর মারার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কাঁকর মারার পর তেকে তালবিয়াহ পড়া বন্ধ ক'রে দেবে।

এরপর কুরবানী করবে। তা থেকে নিজে ভক্ষণ করবে ও গরীবদের মাঝে বন্টন করবে। তারপর মাথা মুন্ডন করবে অথবা পূর্ণভাবে মাথার চুলকে ছেঁটে ফেলবে। (আগে মাথা নেড়া ক'রে পরে কুরবানী করাও চলে।) মহিলা চুলের ডগা থেকে আঙ্গুলের শেষ গিরা পরিমাণ চুল কেটে ফেলবে। এরপর হালাল হয়ে যাবে। তখন সাধারণ পরিধান পরে নেবে। এ সময়ে স্ত্রী-মিলন ব্যতীত ইহরাম বিনষ্টকারী সকল কাজ বৈধ হয়ে যাবে।

এরপর সেই (ঈদের) দিনেই মক্কা মুকার্রামায় গিয়ে কা'বা শরীফের পূর্বের মতোই সাত চক্কর তাওয়াফ (তাওয়াফে ইফাযা) করবে। তাওয়াফ শেষ হলে মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকআত নামায আদায় করবে। তার পরে সাফা-মারওয়ার পাহাড়ে পৌঁছে পূর্বের মতোই সাত বার সাঈ (চক্কর) লাগাবে। এই কাজের মাধ্যমে পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে। অতঃপর বাকী রাতগুলি মিনাতে কাটাবে।

১১ তারীখের করণীয়

মিনায় অবস্থানকালে পাঁচ-ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করা আবশ্যক।

জেনে রাখা দরকার (১১, ১২, ১৩) এই দিনগুলিকে তাশরীকের দিন বলা হয়। এই দিনগুলিতে নামাযের পর বেশী বেশী তকবীর পাঠ করা সুন্নত। তবে সাধারণভাবে বাজারে রাস্তা-ঘাটে প্রতিটি সময়ে তকবীর পড়বে।

اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلله الْحَمْد.

'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার, অলিল্লা-হিল হাম্‌দ।'

যোহরের পর অর্থাৎ, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এদিনে তিনটি জামরাতে সাতটি ক'রে (মোট ২১টি) কাঁকর নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি কাঁকর নিক্ষেপ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে। প্রথমে ছোট জামরায়, তারপর মধ্যম জামরায়, অতঃপর বড় জামরায় কাঁকর মারবে। প্রতিটি জামরাতে কাঁকর মারার সময় মক্কাকে বামে এবং মিনাকে ডানে রেখে নেবে। এই প্রকার করা সুন্নত।

মক্কাকে বামে ও মিনা অথবা মসজিদে খাইফকে ডানে রেখে ছোট জামরাতে কাঁকর মারার পর একটু ডান দিকে সরে গিয়ে ক্বিবলাকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে লম্বা মুনাজাত করবে। কেননা এরূপ নবী ﷺ করেছেন। ঠিক তেমনি মধ্যম জামারাতে কাঁকর মারার পরও দুআ করবে। এরপর বড় জামরাতে কাঁকর মারার পর ঐ জায়গা ত্যাগ করবে। এখানে দুআর জন্য দাঁড়াবে না। সেদিনে কাঁকর মারা শেষ হলে আবার মিনাতেই রাত কাটাবে।

১২ তারীখের করণীয়

এ দিনেও ১১ তারীখের মতো একই নিয়মে যোহরের পর তিন জামরাতে সাতটি ক'রে কাঁকর মারবে। প্রথমে ছোটতে তারপর মধ্যমে তারপর বড় জামরাতে। এই কাঁকর মারার পর যদি কেউ বাড়ি ফেরার জন্য তাড়াতাড়ি সফর করতে চায়, তাহলে তাকে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা ত্যাগ করতে হবে এবং বিদায়ী তাওয়াফ ক'রে সে সফর করতে পারে। নতুবা ১৩ তারীখেও অনুরূপ সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবে।

১৩ তারীখের করণীয়

এদিনেও পূর্বের দুই দিনের মতো তিনটি জামরাতে সাতটি ক'রে কাঁকর নিক্ষেপ করবে। ১৩ তারীখের কার্যাদি সম্পন্ন ক'রে মক্কা থেকে বাড়ি ফিরতে চাইলে তাওয়াফে বিদা' (বিদায়ী তওয়াফ) ক'রে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ সৌজন্যে